মুজিবনগরে পর্যটক ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন

ঈদ উপলক্ষে সকল প্রকার গন জমায়েত নিষিদ্ধ করেছে মুজিবনগর প্রশাসন। ঈদ আনন্দে হাজার হজার পর্যটক জমায়েত হয় মুজিবনগর কমপ্লেক্সে। এটি নিয়ন্ত্রণ করতে কঠোর ভূমিকা হাতে নিয়েছে মুজিবনগর প্রশাসন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার উসমান গণি জানান, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক মুজিবনগরে এবার প্রতিটা মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সকল মুসল্লিগণ জামাতে অংশগ্রহণ করবেন।

তিনি আরো জানান, করণা প্রাদুর্ভাবের কারণে এবার মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্র সবগুলো বন্ধ থাকবে।
এছাড়া মুজিবনগর কমপ্লেক্স অনেক আগেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এবার ঈদে কোন সাধারণ জনগণকে মুজিবনগরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
তাছাড়া সাধারণভাবে সকল জনগণ চলাফেরা করতে পারবে কিন্তু কোন রকম মোটরসাইকেল শো ও গণজামায়েতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাসেম জানান, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক আমরা মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি আমাদের সকল স্থানে পুলিশ সদস্য উপস্থিত থাকবে।

কোন ধরনের মোটর সাইকেল শো এবং গণজমায়েত দেখতে পেলে সরাসরি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সকলকে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার জন্য মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগরে ফ্যাশন পয়েন্ট এর পক্ষ থেকে বেদে পরিবারের মাঝে পাঞ্জাবি বিতরণ

মুজিবনগরে করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে লকডাউনে আটকে থাকা পাঁচ জন বেঁদে সদস্যর মাঝে পাঞ্জাবি বিতরণ করেছে ফ্যাশন পয়েন্ট।

রবিবার দুপুরে ফ্যাশন পয়েন্ট এর স্বত্বাধিকারী আসাদুজ্জামান তোকা বেদে বস্তিতে গিয়ে এসকল পাঞ্জাবি বিতরণ করে আসেন।

এ সময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শাহ-ওয়ালিউল্লাহ সোহাগ, বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসিব খান সহ অন্যদের ভিতরে সুজন, আবু সাঈদ, সাগর, রকি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর শহরে ঈদের নামাজের সময়সূচি

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এর কারনে এবার ঈদের জামাত মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসন।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে মেহেরপুর জেলার প্রতিটি মসজিদে ঈদের জামাত করার জন্য ঘোষনা দিয়েছে জেলা তথ্য অফিস।

শহরের কোর্টপাড়া জামে মসজিদে সকাল ৭টায় ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে। গড় জামে মসজিদে সকাল সাড়ে ৭টায় ঈদের জামাত ও হোটেল বাজার জামে মসজিদে সকাল ৮টায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও আহলে হাদিস জামে মসজিদে সকাল সাড়ে ৬টায় ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

সবাইকে বাসা থেকে ওজু করে মসজিদে যেতে হবে মাস্ক পরে। কাতারে

দাঁড়াতে হবে দূরত্ব রেখে। নামাজ শেষে কোলাকুলি বা হাত মেলানো যাবে না। করোনাভাইরাস অতি সংক্রামক বলেই এ ব্যবস্থা।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়র এর নিউজ উদ্যোগে
অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ৬ নং ওয়ার্ড মণ্ডলপাড়ায় ঈদ সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩০০টি পরিবারের হাতে ঈদ সামগ্রী তুলে দেন।

এ নিয়ে মেহেরপুর পৌরসভার ১২ হাজার পরিবারের মাঝে পৌর মেয়রের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরন করছি। এবং করোনা ভাইরাস শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছি ।

তিনি আরও বলেন যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না। তিনি আরো বলেন কারো খাদ্যের প্রয়োজন হলে আমাকে সরাসরি জানাবেন। আমার পৌর এলাকাতে কেউ না খেয়ে থাকবে না।

ঈদের করোনাকাল ও সেকাল

’ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ’…….গানটি এই প্রথমবারের মতোন আমাদের মধ্যে মন খারাপের আবেশ তৈরী করছে। যাপিত জীবনে এরচেয়ে নিরানন্দের ঈদ আমাদের জীবনে আসেনি। এবারের এই পার্থক্য তৈরী করে দিয়েছে করোনা। এই মহামারি আমাদের সকল আনন্দ মাটি করে দিয়েছে। অথচ ঈদের রঙ এমন ছিলোনা।

ঈদ মানে, খুশী ঈদ মানে আনন্দ। এই উৎসব এখন শুধু মুসলমান ধর্মের অনুসারীদের নয় এখন এই উৎসব সার্বজনীন। হাজার হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই উৎসব সাম্যের বারতা নিয়ে আসছে। এই আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বস্তরে। ধনী-গরিব-যুবক-বৃদ্ধ, নারী-শিশু, কিশোর-কিশোরী সবাই অদৃশ্য এক অনুভূতিতে আলোড়িত হন। এ অনুভূতির রূপভেদ থাকতে পারে। মাত্রাগত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু ঈদ সন্দেহাতীতভাবে সবাইকে ছুঁয়ে যায়।

দুই ঈদের মধ্যে ঈদুল ফিতরেই ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে বেশি। দীর্ঘ একটি মাস রোজা রাখার পর পশ্চিম আকাশে এক ফালি চাঁদ ওঠে। চাঁদ দেখেই মনের গহীনে রিন্ রিন্ করে বেজে ওঠে ঈদের খুশির ঘণ্টাধ্বনি। ঈদের মূল আনন্দ ও চেতনা সকল কালে এক ও অভিন্ন কিন্তু এবারে পার্থক্য তৈরী করে দিয়েছে করোনা। করোনাকালের আগে শাওয়ালের চাঁদ দেখা হলেই পরদিন ভোরে উঠেই শুরু হয়ে যেতো ঈদের উৎসব । সকাল সকাল গোসল সেরে নতুন কাপড় পরে বাড়ীর সকলের সাথে দলবেধে ঈদগাহে যাওয়া; দু’রাকাত নামাজ পড়া এবং খুৎবা শোনা; গরিব মিসকিনদের দান খয়রাত করা, আত্নীয় স্বজনের বাড়ীতে বেড়ানো, নিজের বাড়ীতে সকলকে আপ্যায়ন, দলবেধে ঘোরা, আড্ডা দেয়ার মধ্য দিয়েই কেটে যেতো ঈদের দিন।

করোনাকালের আগের ঈদের সবচেয়ে বড় দিক ছিল অকৃত্রিম আন্তরিকতা।সেই ঈদে নিভাজ নিপাট আনন্দ নিয়ে প্রাণ খুলে একে অন্যের সঙ্গে মিশেছে মানুষ। কিন্তু করোনা এসে সব শেষ করে দিয়েছে। আমাদের সকল সামাজিক, পারিবারিক বাঁধন একবোরে শিথিল, ঢিলে করে দিয়েছে। আমরা আজ সবছাড়া, বিচ্ছিন্ন, তাই এবারের ঈদ আমাদের জন্য বড্ড বিষাদের, বড্ড কষ্টের। গত ঈদেও বাড়ীর ছোটরা ছিলো সবচে বেশি উচ্ছ্বল। নতুন জামাকাপড়, সালামি, ঘোরার আনন্দে সারা বাড়ী চনমনিয়ে রাখতো। এই আনন্দ শুধু ছোটরাই করতো- তা না আমরাও আমাদের ছোটবেলায় এটা করতাম। তবে আমাদের সময়ে আজকের মতো এতো রেডিমেড গার্মেন্টস ছিল

না। অধিকাংশ সময়ে বাজার থেকে কাপড় কেনা হতো তারপর দর্জির দোকানে মাপজোখ দিয়ে কী দারুণ অপেক্ষা!

আর মনে মনে প্রার্থনা-আমার কাপড় যেন সবচেয়ে সুন্দর হয়। মনে মনে শঙ্কা-যদি যথাসময়ে সেলাই শেষ না হয়। মাঝে মাঝে কাপড়ের দোকানে তাগাদা দেবার জন্য মাকে জ্বালাতাম। এই মহামারির আগে প্রত্যেক ঈদ শুরু হতো সেই ভোর বেলায়। ভোরে উঠেই হইহুল্লুড়। গোসল সেরে সাজবার পালা। নতুন কাপড়, মাথায় টুপি, চোখে সুরমা আর গায়ে সুগন্ধী আতর। তারপর দল বেঁধে ঈদগায় যাত্রা। নামাজ শেষে কবর জিয়ারত, পাড়া মহল্লার সবার সাথে কোলাকুলি করে বাসায় ফিরে আসা। ফিরে এসে বড়দের পায়ে ধরে সালাম, ছোটদের সালাম নেয়া আর সালামি দেওয়ার রেওয়াজ বরাবরের মতো। সব ঘরেই রকমারি খাবার তৈরি। চারদিকে খাবারের মিষ্টি সুবাস, হাসিখুশি আর আনন্দ। আমাদের নামাজ পড়ে আসার আগেই পরিবারের নারী সদস্যরা গোছল করে নতুন কাপড় পরে বসে থাকতো। আমরা ফিরে আসার পরে সবাই একসাথে খেতে বসতাম। মিষ্টি, দই, লাচ্ছা সেমাই, খিচুড়ী, মুরগী, গরুর গোস্ত আর পোলাও-ছিলো ঈদের খাবার। করোনাকালের আগে দেখতাম মা, আমার স্ত্রী, বোনেরা বাসার আসে পাশের ঘরে খাবার পৌঁছিয়ে দিতো।

এবারের ঈদে এসবের কিছুই হবেনা। প্রতিবার সবচে উপভোগ করতাম ঢাকা থেকে বাড়ী যাওয়া। ঈদের সময় রাস্তায়, ট্রেনে ও বাসে দেখা যেতো প্রচন্ড ভিড়। সবাই নাড়ীর টানে বাড়ী যেতে চাই। কেউ বাড়ীতে, কেউ শ্বশুরবাড়ি কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। ফেরিঘাটের অসহনীয় জাম শেষে নদীটা পার হলেই সব কষ্ট শেষ। এবারে একদম বন্দী জীবন। যারা বের হচ্ছেন সেই রাস্তায় বের হওয়া মানুষগুলো ভয়ে, শংকায় আতংকিত। সবাইকে একটা অদৃশ্য ভয় তাড়া করে ফিরছে। আমরাও একটা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছি। ঈদের কোন কিছুই আমাদের স্পর্শ করছেনা। ছোটবোনটা তার বাচ্চাদের নিয়ে তার শহরে একা, বাচ্চাদের বাবা তার কর্মস্থলে, মা বাড়ীতে একদম ছোটবোনটাকে নিয়ে মন খারাপ করে আছে আর আমরা চারজন ঢাকাতে। এবারে ছোটভায়ের নতুন বউকে নিয়ে প্রথম ঈদ করার কথা ছিলো আমাদের। করোনা সেটা করতে দিলোনা।

এবারের ঈদ আমাদের যাপিত জীবনে স্মরনীয় হয়ে থাকবে। এই প্রথম সকালে হুল্লোড় করে ঘুম থেকে উঠা হবেনা, দলবেধে ঈদগাহে যাওয়া হবেনা, জামাতে নামাজ পড়া হবেনা, নামাজ শেষে কোলাকুলি হবেনা, বাড়ীতে বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া হবেনা, হবেনা আনন্দের সাথে সেই বাড়ী যাওয়া। তবে নিশ্চয় মাস্কপরা, গ্লোভস পরা ঈদই আমাদের জীবনের শেষ ঈদ নয়।

একদিন আমরা এই পরাক্রমশালী করোনাকে পরাজিত করবো। ঈদের উৎসবী আমেজটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো এবং গলা ছেড়ে, মুক্তির আনন্দে গেয়ে উঠবো….. ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানি তাগিদ……………..

লেখক: উন্নয়নকর্মী ও প্রশিক্ষক

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা রোগীর পলায়ন

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের করোনায় আক্রান্ত আল আমিন হোসেন (৩৫) পালিয়ে গেছে। প্রতিবেশি ও স্থানীয়দের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের কারনে সে রবিবার ভোরে তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরে তাকে পেয়ে সাহারবাটি এবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন,করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি বাড়ি থেকে চলে গেছে এমন সংবাদ পেয়ে তাদের পরিবারের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তার সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তাকে সাহারবাটি এবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা ভালো রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জানান,করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তা সহ খোঁজ খবর রাখা হচ্ছে।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, ইতো মধ্যে মোবাইল ফোনে আল আমিনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সহকারী কমিশনার ভুমির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ গুলোকে সচেতন ও আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সাথে মানবিক আচরন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অমানবিক আচরন করলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর রাখার জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান পুলিশকে বলা হয়েছে।
তবে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবার ও স্বজনরা জানায়,প্রতিবেশি ও

স্থানীয়দের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের কারনে অভিমান করে আল আমিন ভোরে বাড়ি থেকে চলে যায়। পরে তাকে পেয়ে প্রশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুলিশ আল আমিনের খোঁজ খবর রাখছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ২০১২ ব্যাচের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

অসহায় ও প্রতিবন্ধী দের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার লক্ষে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের এস.এস.সি ব্যাচ ২০১২ উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গত শুক্রবার মেহেরপুর শহরের ৭০টি অসহায় পরিবারের মাঝে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছাত্রলীগ নেতা দুলাল মাহামুদ, আসিফ আফ্রিদী আকাশ সহ কয়েকজন সার্বিক সহযোগিতা করেন।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগরে বেদে পরিবারকে ঈদ সামগ্রী দিলেন লাল্টু

লকডাউনের মাঝে গাইবান্ধা থেকে মুজিবনগরে এসে আটকে পরে যায় কয়েক বেদে পরিবার।

লকডাউনের কারনে কোথাও বের হতে না পারায় পড়েছে খাবার সংকটে।

এমন অবস্থায় বেদে পরিবারের পাশে দাড়িছে মুজিবনগরের লাল্টু।

মুজিবনগর অনন্যা পার্কের পরিচালক হাসানুজ্জামান লাল্টু তাদের প্রতিদিনের খাবারের দায়িত্ব নেন।

গত কয়েকমাস লকডাউন থাকা অবস্থায় চালিয়ে যান তাদের মাঝে খাবার সরবরাহ।

সেই সাথেনবিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করে এসেছে মানিকনগর গ্রামের যুব সমাজ।

আগামী কাল ঈদুল ফিতর। ঈদে সকলের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে তাদের মাঝেও ব্যাক্তিগত উদ্যেগে ঈদ সামগ্রী পৌছায়ে দেন লাল্টু।

তাদের ৮ টি পরিবারের হাতে তুলে দেন চাল,ডাল,তেল,মুরগী,মিষ্টি,দইসহ বিভিন্ন প্রকার খাবার সামগ্রী।

এদিকে হাসানুজ্জামানের এমন মহৎ উদ্যেগ দেখে এলাকায় থেকে তার অনেক বন্ধু বান্ধব এগিয়ে আসে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এর নিজ উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ।

মেহেরপুর পৌর মেয়র এর নিজ উদ্যোগে
অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন শহরের কালাচাঁদপুর এলাকায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মাঝে ঈদ সামগ্রী তুলে দেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ২০০ টি পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ঈদ সামগ্রী বিতরণকালে পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরন করছি। করোনা ভাইরাস শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছি । তিনি আরও বলেন যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ঈদ সামগ্রী বিতরণে সহযোগিতা করেন প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন,৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাকিল রাব্বী ইভানসহ যুবলীগ নেতাকর্মী।
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে মউক এর উদ্যোগে ইফতার বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কারণে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি গ্রামে দরিদ্র ও অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে এক মিনিটের ভ্রাম্যমান ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে বেসরকারি সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ।

শনিবার বিকালে আমঝুপি বাজার সংলগ্ন এলাকায় ভ্রাম্যমান ইফতারের আয়োজন করেন মউকের নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান সেলিম।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশনায় এক মিনিটের ভ্রাম্যমান ইফতার সামগ্রী সংগ্রহ করে এলাকার সাধারণ জনগন।

এখানে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন
জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারন সম্পাদক সাইদুর রহমান ও মউক এর কর্মকর্তারা।
মেপ্র/এমএফআর